দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 18 FEB 2015 ...
পৃঃ ... ০৩ কলাম ... ৪৭

ঢাবিতে সেশন জটের শঙ্কা

সেশনজট ঠেকাতে মরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন

ইখতিয়ার উদ্দিন সাগর : বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের ডাকা টানা অবরোধ ও থেমে থেমে হরতাল এবং ছাত্রদলের ধর্মঘট সব মিলিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা হুমকির মধ্যে রয়েছে। অবরোধে ক্লাস হলেও হরতালে কোন ক্লাস হচ্ছে না। তবে কয়েকটা বিভাগে হরতাল থাকলেও আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা ক্লাস নিচ্ছে বলে জানা গেছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় প্রতিটি বিভাগে শুক্রবার ও শনিবার ক্লাস হচ্ছে। এই দুই দিনে অন্তত আটটি করে ক্লাস নিচ্ছে শিক্ষকরা। হরতাল ও অবরোধে ক্লাসে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি কম দেখা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষাও হচ্ছে না।

ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের বিভিন্ন বিভাগে খোঁজ নিয়ে যায়, গত সেশনে কোন বিভাগে সেশন জট ছিল না। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সেশন জটের মধ্যে পড়বে বলে তারা মনে করছেন। অবরোধ কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস চলাচল স্বাভাবিক থাকলেও হরতাল কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত বাস চলাচল বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পড়ছেন হলের বাইরে থাকা শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আওয়ামী সমর্থিত শিক্ষকদের যেসব বর্ষে কোর্স রয়েছে তারা হরতাল ও অবরোধেও ক্লাস-পরীক্ষা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করছে। ওই সব শিক্ষকরা ক্লাসে শিক্ষার্থীদের, উদ্দেশে বলেন, যদি ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রাখা হয় তাহলে অবরোধকারীদের সমর্থন করা হবে। এজন্য এ ধরনের পরিস্থিতিতেও নীতিগতভাবে ক্লাস ও পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। এসব ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম থাকছে বলে জানা গেছে। এই অবস্থায় গাজীপুর, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, সাভার, মুন্সীগঞ্জ দূর থেকে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ক্লাস করেন তারা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন।

হরতাল-অবরোধে নৈতিক সমর্থনের দিক থেকেই সহিংসতার ধরন অনুযায়ী নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা গ্রহণে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকরা। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ শিক্ষকই অনিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন। তাদের বলেছেন, অবরোধের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা শিক্ষার্থীরা যদি কোনো সহিংসতার শিকার হয় তার দায়ভার কে নেবে?

জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ৫ জানুয়ারি থেকে গতকাল পর্যন্ত প্রায় ৬শত ককটেল বিস্ফোরিত হয়েছে। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবন থেকে শাহবাগ থানা পুলিশের সহযোগিতায় অন্তত ১০০টি ককটেল উদ্ধার করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০ জন শিক্ষার্থী ও দর্শনার্থী আহত হন। ককটেল বিস্ফোরণ করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে প্রায় ৩০ জন আটক হয়েছে।

দর্শন বিভাগে শিক্ষার্থী জাহিদ হোসেন বলেন, যে কেউ ককটেল বা বোমা হামলার শিকার হতে পারে। এ অবস্থায় কীভাবে আমরা নিয়মিত ক্লাস করব কিংবা পরীক্ষায় অংশ নেব।

হরতাল ও অবরোধে ক্লাস পরীক্ষা নেয়াতে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের শিক্ষার্থীরা। এই অনুষদের বেশির ভাগ শিক্ষার্থী বাসা থেকে ক্লাস করে। একাধিক শিক্ষার্থী এই ব্যাপারে বলেন, রাস্তায় নিয়মিত গাড়ি পাওয়া যায় না। চারদিকে ককটেল ও পেট্রলবোমা আতংকের কারণে ক্লাসে আসতে পারি না।

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, হরতাল ও অবরোধের মধ্য ক্লাস-পরীক্ষা চালিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি। তবে রাস্তাঘাটে যেভাবে বোমা মারা হচ্ছে তাতে শিক্ষার্থীরা ক্লাস পরীক্ষায় অংশ নিতে ভয় পাচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি ছুটির দিন গুলোতে ক্লাস নিতে যাতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনের কোন ক্ষতি না হয়।